**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র**

সভাপতি : কে এম আলী আজম

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ২৬-০২-২০২০ খ্রিঃ

সময় : বেলা ১১.০০ টায়

সভার স্থান : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, ভবন-০৭)

গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

|  |
| --- |
| **মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি**  |
| ক্রম/নং  |  বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| ১. | **মুজিববর্ষ উদযাপন** (ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।(খ) আগামী ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সভা গত ০১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুজিববর্ষ উদযাপন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কমিটি/সাব-কমিটি গত ১৭-১২-২০১৯ তারিখে গঠন করা হয়। বিভিন্ন কমিটি/সাব-কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।(খ) ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভা আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ২. | **শূন্যপদে জনবল নিয়োগ** (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি দ্রুত পুনর্গঠনের পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) ২৩/১২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখা হতে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত দুটি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান করবে। (গ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পুরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যথাসময়ে শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ না করার বিষয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় বিষয়টি অবহিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে পত্র দিতে হবে। বিষয়টি আইন ও বিচার বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের পর শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বিভাগীয় বাছাই কমিটির সভা ২৬-০২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।পদোন্নতির কোটায় জনাব রতন কুমার দত্তকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে গত ০২-০২-২০২০ তারিখে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ১০% কোটায় শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব গত ০৬-১০-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবটি যথাযথ না হওয়ায় ১০-১২-২০১৯ তারিখে যথাযথভাবে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য DIFE-কে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। DIFE কর্তৃক প্রেরিত গত ২২-১২-২০১৯ তারিখের প্রস্তাবটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৩-১২-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫-০১-২০২০ তারিখের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৫-২০১৪ এবং ৩০-০৭-২০১৭ তারিখের স্মারকে প্রদত্ত দুটি ছাড়পত্রের আদেশ বিবেচনার সময় সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক পূরণকৃত ১৭ কলামের তথ্য ছক এবং ১০% সংরক্ষিত পদ চিহ্নিতকরনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় হতে শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের আদেশে পদনাম ও বেতনস্কেলের বিপরীতে ছাড়কৃত পদসংখ্যা এবং পার্শ্বে সংরক্ষিত পদসংখ্যা উল্লেখপূর্বক আদেশ সংশোধন করে গত ১৮-০২-২০২০ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।(গ) ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (ঘ) গত ০৬/০২/২০২০ তারিখে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালকে পত্র প্রেরণ এবং আইন ও বিচার বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।  (ঙ) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্যপদ রয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিয়োগবিধি সংশোধনের পর সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুয়ায়ী অস্থায়ীভাবে সৃজিত ২টি শূন্যপদে পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হবে।  |
| ৩. | নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ(ক) গত ০৭/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  (খ) সার্চ কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধনের জন্য শ্রম অধিদপ্তরে প্রেরিত পত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | ক) গত ০৭-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভার কাযবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি সংশোধন এবং মতামতের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণের জন্য গত ২২-০১-২০২০ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। মৌখিকভাবে তাগিদ প্রদান করা সত্ত্বেও বর্ণিত বিষয়ে কোন অগ্রগ্রতি না পাওয়ায় ১৬-০২-২০২০ তারিখ শ্রম অধিদপ্তরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।(খ) সার্চ কমিটি ০২-০১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ১৬/০১/২০২০ তারিখ শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর চেকলিষ্ট অনুযায়ী অর্গানোগ্রাম সংশোধনের কাগজপত্র গত ০৯-০২-২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। অর্গানোগ্রামসহ যাবতীয় কাগপত্র জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দেখানো হয়েছে। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনী দিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধিত কাগজপত্র এবং অর্গানোগ্রাম শ্রম অধিদপ্তর হতে এখনও পাওয়া যায়নি। |
| ৪. | APA **২০১৯-২০২০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা** (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।(খ) প্রথম অর্ধ-বার্ষিকীতে যে সমস্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি তা পূরণের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) মন্ত্রণালয়ের APA টিম প্রধান অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।  | (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখায় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থায় গত ১৪-১০-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ।(খ) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) টিম প্রধানের সভাপতিত্বে APA ফোকাল পয়েন্টসহ কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ১৪-০১-২০২০ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) প্রতিবেদন পর্যালোচনা সভা করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক প্রদানের নিমিত্ত এপিএ টিম প্রধান এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ টিম এবং দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গত ২২-০১-২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষনের জন্য গঠিত কমিটির সদস্যগণ গত ২৩-০১-২০২০ তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন এছাড়া ০৯-০১-২০২০ তারিখে এপিএ টিম প্রধান ৩ (তিন)টি কারখানা পরিদর্শন করেন।  (ঘ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে নিয়মিত প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদান হয়।  |
| ৫. | **ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো**  (ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাক আবশ্যিকভাবে সৃজিত নোটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। আইসিটি সেল শাখা/অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।  (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের ক্যাটাগরিতে ১ম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার প্রদান অব্যাহত রাখবে।  | (ক) প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। জানুয়ারি’ ২০২০ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। (খ) অধিশাখা/শাখায় সকল ডাকসমূহ নোটের মাধ্যমে নিস্পন্ন করা হয়। সমন্বয়সভায় অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে।  (গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  (ঘ) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে আইসিটি শাখা হতে তাৎক্ষনিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।   |
| ৬. | **ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ**(ক) প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (খ) শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা কর্তৃক আওতাধীন কর্মচারীর হাজিরা মনিটরিং করতে হবে। (গ) ডিজিটাল হাজিরা প্রদান নিশ্চিত না করলে নিয়মিত উপস্থিতি অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করছে। (খ) অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা যেতে পারে। (গ) সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। (ঘ) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে।  |
| ৭. | **অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ** (ক) প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় সকল কর্মচারীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখা মনিটরিং করবে।  | (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫৮ জন, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১০১ জন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ০৪ জন, নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ১১ জন, কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ১১ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (খ) মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’ অবহিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। (গ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শাখা হতে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। |
| ৮. | **তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ** (ক) প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/সচিব-এর বিদেশ থাকার বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ছবি ও তথ্যাদিসহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। (খ) আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কোনো টিম দেশে কিংবা বিদেশে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের সচিত্র স্ব-স্ব ওয়েবসাইট ও মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করবে। (গ) আইসিটি সেল প্রাপ্ত সচিত্র/তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করবে।  | (ক) গত ২২/০১/২০ তারিখে নারী ও শিশুশ্র্রম শাখা হতে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের জন্য জাতীয় শিশুশ্র্রম কল্যাণ পরিষদ এর ৮ম সভায় ০৮টি ছবি পাওয়া গেছে এবং তা মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। (খ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কোনো টিম দেশে কিংবা বিদেশে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের সচিত্র স্ব-স্ব ওয়েবসাইট আপলোড করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে প্রেরণ করা হয়। (গ) সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।  |
| ৯. | **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি** (ক) নতুন ও পুরাতনসহ অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) যেসব অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) নতুন ও পুরাতনসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা ২১৫টি। এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের ৪০টি, শ্রম অধিদপ্তরের ৩৯টি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৩১টি এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ৫টি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৩১টি আপত্তির মধ্যে ৮টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ১৫টির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের ৩৯টি আপত্তির মধ্যে ৬টি দুইবার করে মুদ্রন হয়েছে। এ বিষয়ে সিভিল অডিট অধিদপ্তর (বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর) এর পরিচালক প্রভাত কুমার মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি এবং দুইবার করে মুদ্রণ হওয়া আপত্তির বিষয়টি পত্র মারফত সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হলে আপত্তির সংখ্যা পুন:নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। (ঙ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রত্যেক অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের যোগাযোগ করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  |
| ১০. | **বাজেট** (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।  | (ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। (খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৬/০১/২০২০ তারিখে বাজেট ২য় কোয়ার্টার-এর বিষয়ে Budget Management Committee (BMC) সভা করা হয়েছে। (গ) মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১১. | **স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব নামে নামজারি/রেকর্ড সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) স্থাবর সম্পত্তি স্ব-স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনে বিধিমোতাবেক সিভিল মামলা করতে হবে। (গ) প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। | (ক) শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৫২টি দপ্তরের মধ্যে ৪৩টি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি রয়েছে। ২৪টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর নামে নামজারি করা হয়েছে অবশিষ্ট ১৯টি দপ্তরের স্থাবর সম্পত্তির নামজারির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। (খ) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জে ০৪ (চার)টি সিভিল, সিরাজগঞ্জে ০১ (এক)টি, ষোলশহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম এর ০৩ (তিন)টি ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।(গ) ০৩টি দপ্তরের প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য পাওয়া গিয়েছে। দ্রুত বাজেট বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।  |
| **১২.** | **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি** (ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগসহ পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২০ মাসে অভিযোগ (পুঞ্জিভুতসহ প্রাপ্তি-২৮৯, নিষ্পত্তি-২৭১) নিষ্পত্তির হার ৯৪%। শ্রম অধিদপ্তরে ০২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। (খ) APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হচ্ছে। |
| ১৩. | **ইনোভেশন আইডিয়া** (ক) গ্রহণযোগ্য ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। (গ) এটুআই প্রতিনিধিসহ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০২০ বছরের জন্য “Mole Knowledge Sharing Platform” এবং “ Meeting Management System” শীর্ষক দুইটি উদ্ভাবনী ধারণা নির্বাচন করা হয়েছে Meeting Management System নামক উদ্ভাবনী ধারনাটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। (খ) দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন আইডিয়ার অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১৪. | **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি** (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নতুন টিভিসি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) ব্যাপক প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আরও একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  |  কার্যক্রম চলমান। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ১৫. | **আদালতে চলমান মামলা মনিটরিং।** (ক) মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান রীট মামলাসমূহের তথ্য সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। (খ) আদালতে দৈনন্দিন উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) চলমান আদালত মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত একটি software তৈরি করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০৭টি মামলার তথ্য এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২০ মাসে DIFE হতে ২১টি মামলার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। DOL হতে ১১টি মামলার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।(খ) আইন শাখা হতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সংশ্লিষ্ট, যে কোন কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। |
| ১৬. | **সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন**(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন করতে হবে। নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। (খ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) লাইব্রেরী শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। (খ) সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  |
| ১৭. |  **কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ** (ক) মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসহ কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।এ বিষয়ে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) মন্ত্রণালয়ের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম হিসাবে “Online Based Requistion and Inventory Managament System” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (খ) সেবা শাখা হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ সংশ্লিষ্ট যে কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল প্রদান করে। |
| ১৮. | **কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ** (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (গ) কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। (ঘ) APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Compliance নিশ্চিত করতে হবে।  | (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।(খ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পরিদর্শন বিষয়ক তথ্য নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।(গ) জানুয়ারি, ২০২০ মাসে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা-১১৭২টি এবং লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা-১২০৭ টি। জানুয়ারি, ২০২০ মাসে প্রাপ্ত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ১৩৪৭টি এবং লাইসেন্স নবায়ন ১৩৬২টি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৫৭৪১টি কারখানা লাইসেন্স প্রদান এবং ২০,৯৪৩টি কারখানা লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। (ঘ) জানুয়ারি, ২০২০ মাসে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ২৮৬টি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০০২টি। |
| ১৯. | **ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন।** (ক) মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। (খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | (ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৭টি আবেদনের মধ্যে ৪২টি আবেদন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনায় আদালতের নির্দেশে ০১টি রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে যা গত ১৪.১০.২০১৯ইং তারিখ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, ০২টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, ৯৪টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৩৯ টি আবেদন নথিজাত করা হয়েছে। (খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২০ মাসে শ্রম অধিদপ্তরে কোন সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। |
| ২০. | **শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি** (ক) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।(খ) মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং ৭টি শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে সুবিধামত সময়ে মন্ত্রণালয়ে সভা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালত চালুকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) বর্তমান মাসে ৬৬২টি মামলা দায়ের এবং ৬৩৪টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ১৯,৭৯১টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। (খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধামত সময়ে  সভা আয়োজনের নিমিত্ত সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। (গ) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। ৩টি আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারী কর্মকমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বরিশাল, সিলেট ও রংপুর উপ-পরিচালক-কে সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভুক্তকরণের জিও জারি করা হয়েছে। যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব ১৯-১১-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নবগঠিত আদালত ০৩টির মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য তালিকার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর-কে পত্র এবং তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মালিক পক্ষের সদস্যদের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপস্থাপন করা হবে। |
| ২১. | **মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ**(ক) জরুরিভিত্তিতে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করতে হবে। (খ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। এ কার্যক্রমের জন্য সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।  | (ক) মজুরি নির্ধারণের সময় ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়নি এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ১৯টি। ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ১৩টি। নিম্নতম মজুরী পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৯টি (রি-রোলিং মিলস, রাইস মিলস, প্লাস্টিক ইন্ডাষ্ট্রি, ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল, ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন, সিকিউরিটি সার্ভিস, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা এবং টি গার্ডেন)। ০২ (দুই)টি শিল্প সেক্টরের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে। ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন ১৩টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব শ্রম অধিদপ্তর হতে পাওয়া সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু হবে। জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে, শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।  (খ) ডাটাবেজ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে তৈরি করা হবে। সংশোধিত বাজেটে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) নতুন নতুন সেক্টর চিহ্নিতকরণপূর্বক শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য শ্রম অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।  |
| ২২. | **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** (ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পত্র প্রেরণ করতে হবে।(গ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | (ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৬১৮ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গকে মোট ৫.৬৪ কোটি প্রায় টাকা প্রদান করা হয়েছে। (খ) বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর ৪০৪ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রয়েছে। (গ) অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।   |
| ২৩. | **কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান** ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে। (খ) অর্থ আদায় এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  | (ক) যাচাই-বাছাই করে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। (খ) কেন্দ্রীয় তহবিল হতে জানুয়ারি ২০২০ মাসে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় নি।  |
|  ২৪. | **মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর /দপ্তর/সংস্থায় মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্নকরণ।** প্রশাসন শাখা হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |  সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।  |
| ২৫. | **সভায় উপস্থিতি** অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকবেন। কোনো কারণে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলে লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে সমন্বয় অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে। |  নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়।  |
| ২৬. | **মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা****পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।** (ক) মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/ পরিসংখ্যানসহ সমন্বয় অধিশাখায় নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উপসচিব (সমন্বয়) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যপত্র প্রস্তুত করে যথারীতি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করবেন। (গ) মন্ত্রণালয়ের শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা তাদের মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করবে। |  মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।  |

স্বাঃ/-

২৪-০২-২০২০

মহিদুর রহমান

উপসচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়